ভোরের কাগজ

তারিখ 05 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এডিডি

বগুড়া প্রতিনিধি : অ্যাকশন অন ডিজাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মোশাররফ হোসেন পাঠ্য পুস্তক থেকে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর এবং সমাজ বিরোধী তথ্য বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার বিকেলে বগুড়া প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সমাজবিজ্ঞান-এর ৪২ এবং ৪৪ পাতায় বলা হয়েছে যে, অনেক সময় দৈহিক বিকলাঙ্গতার দরুণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয়ে অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। বিকলাঙ্গতা, শারীরিক অক্ষমতা, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি কারণে শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পাঠ্য পুস্তকে এরূপ তথ্য থাকায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অপরাধ প্রবণতায় উৎসাহিত করবে। কারণ পাঠ্য পুস্তক পড়ে সে ধরেই নেবে অপরাধ ঘটানো তার জন্য স্বাভাবিক। এ ছাড়া সহপাঠিদের কাছ থেকে সে সব সময় চিহ্নিত হচ্ছে একজন অপরাধী বা অপরাধ ঘটাতে পারে এমন ব্যক্তি হিসেবে। অন্য প্রতিবন্ধীরাও একই হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সম্মেলনে আরো বলা হয় পাঠ্যপুস্তকের এসব বিষয় প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করছে এবং তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানছে। পাঠ্য পুস্তকে এ ধরনের বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সমাজ গঠনের পরিবর্তে সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসব কারণ বিবেচনা করে ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়টি বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মোশাররফ হোসেন বলেন, বিষয়টি মাত্র ১০দিন আগে তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বগুড়া থেকেই এই দাবি প্রথম জানানো হলো। এরপর এডিডির অন্যান্য শাখার পক্ষ থেকেও একইভাবে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হবে। সব শেষে ঢাকায় এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করা ছাড়াও সরকারকে তাদের দাবি পূরণে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।